بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

আল্লাহ্‌তা'লার একত্ববাদ-এর প্রেক্ষাপটে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র জীবনীর ঈমানদীপ্ত আলোচনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ১৩ মার্চ, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

মহানবী (সা.)-এর সীরাত মুবারক প্রসঙ্গে দুই জুমুআ পূর্বে আমি হুযূর (সা.)-এর সীরাতের একটি উজ্জ্বল দিক-তাওহীদের জন্য তাঁর হৃদয়-নিঙড়ানো ব্যাকুলতার কথা উল্লেখ করেছিলাম। এটিই ছিল সেই মহান উদ্দেশ্য, যার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি (সা.) আগমন করেছিলেন। এই লক্ষ্য অর্জনে কেবল তাঁর নিজের কথা ও কাজেই সেই ব্যাকুলতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি, বরং তিনি তাঁর সাহাবী (রা.) ও অনুসারীদের হৃদয়েও তাওহীদের খাতিরে যেকোনো কুরবানি বা ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকার এমন এক স্পৃহা সঞ্চারিত করেছিলেন, যার কোনো নজির ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

আজও আমি মহানবী (সা.)-এর সীরাতের সেই একই দিকটি নিয়ে আলোচনা করব এবং এই প্রসঙ্গে কয়েকজন সাহাবী (রা.)-এর কুরবানির কথাও উঠে আসবে।

একবার মুশরিকরা মহানবী (সা.)-কে বলল, **তুমি কি আমাদের উপাস্যদের সম্পর্কে এই কথাগুলো বলছ না?** উত্তরে তিনি (সা.) বললেন, **হ্যাঁ!** একথা শুনেই তারা তাঁর চারপাশে ভিড় জমাল। সেই মুহূর্তে কেউ হযরত আবু বকর (রা.)-কে গিয়ে বলল, তোমার বন্ধুকে গিয়ে সামলাও। হযরত আবু বকর (রা.) দ্রুত বেরিয়ে পড়লেন এবং মসজিদে হারামে পৌঁছালেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে এমন অবস্থায় পেলেন যে, লোকেরা তাঁকে ঘিরে ধরেছে। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, **اتقتلون رجلا ان يقول ربی اللہ وقد جآءکم بالبینٰت من ربکم** **তোমাদের সর্বনাশ হোক! তোমরা কি এমন একজনকে হত্যা করবে যে বলে, আমার রব আল্লাহ্ অথচ তিনি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে উজ্জ্বল নিদর্শন নিয়ে এসেছেন?** একথা শুনে তারা মহানবী (সা.)-কে ছেড়ে দিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাঁকে প্রহার করতে লাগল। হযরত আবু বকর (রা.)-এর কন্যা বর্ণনা করেন, তিনি আমাদের কাছে এমন অবস্থায় ফিরে এলেন যে, যখনই তিনি নিজের চুলে হাত দিতেন, তা তাঁর হাতে উঠে আসত (প্রহারের তীব্রতায় তাঁর মাথার চুল ছিঁড়ে গিয়েছিল)।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, একবার মহানবী (সা.) বাজার দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন মক্কার কিছু বখাটে লোক তাঁকে ঘিরে ফেলল এবং রাস্তা জুড়ে তাঁর ঘাড়ে চড় মারতে লাগল এই বলে যে, **হে লোকসকল! এই সেই ব্যক্তি, যে দাবি করে যে সে নবী**। তাঁর (সা.)-এর বাড়ির চারপাশে ক্রমাগত পাথর নিক্ষেপ করা হতো এবং তাঁর বাড়িতে নোংরা বস্তু ছুড়ে মারা হতো। এমনকি রান্নার স্থানেও নোংরা আবর্জনা ফেলা হতো। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তার ওপর হাজারো দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক! তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর হৃদয়ে যে ব্যাকুলতা ও আবেগ সদা প্রবহমান ছিল, তা মুহূর্তের জন্যও হ্রাস পায়নি। বরং এই সমস্ত কষ্ট তিনি যেন অন্তরের প্রশান্তি ও আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছিলেন এবং তবুও মানবজাতির প্রতি তাঁর মমতা ও ভালোবাসায় বিন্দুমাত্র ঘাটতি ঘটেনি।

হুযূর আরও বলেন, একবার তিনি (সা.) মসজিদে হারামে দাঁড়িয়ে মক্কার মুশরিকদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা বলো: **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। তবে তোমরা সফল হবে**। একথা শুনেই কুরাইশরা তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হারিস বিন আবি হালা (রা.) সবার আগে মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছালেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে রক্ষা করার জন্য সেই লোকগুলোর সাথে লড়াই শুরু করলেন এবং তাদের রাসূল (সা.) থেকে সরিয়ে দিলেন। অতঃপর তারা সবাই মিলে তাঁর ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল যে, পরিশেষে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

মক্কার কাফেররা তিন বছর পর্যন্ত মহানবী (সা.) ও তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে শিয়াবে আবি তালিবে এমনভাবে বন্দি করে রেখেছিল যে, তাঁদের বিরুদ্ধে সব ধরনের সামাজিক বয়কট কার্যকর করা হয়েছিল। এই বয়কট শেষ হওয়ার পর নবী করীম (সা.) তাওহীদের প্রচার ও প্রসারে পূর্বের চেয়েও আরও অধিকতর জোরালো ও ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

মহানবী (সা.)-এর তায়েফ সফরের ঘটনাটিও অত্যন্ত সুপরিচিত, যেখানে তাঁর ওপর যে অকথ্য নির্যাতন চালানো হয়েছিল, ইতিহাস তা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন যে, যখন শিয়াবে আবি তালিবের অবরোধ তুলে নেওয়া হলো, তখন মহানবী (সা.) মনস্থ করলেন যে, তিনি তায়েফে গিয়ে সেখানকার লোকদের ইসলামের দাওয়াত দেবেন। তিনি তায়েফে দশ দিন অবস্থান করলেন এবং একের পর এক শহরের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করলেন। কিন্তু মক্কার মতো এই শহরের কপালেও সেদিন ইসলাম কবুল করা লেখা ছিল না। অবশেষে মহানবী (সা.) তায়েফের প্রধান সর্দারের কাছে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিলেন, কিন্তু সেও সরাসরি প্রত্যাখ্যান করল এবং বলল, ভালো হয় যদি তুমি এখান থেকে চলে যাও। এরপর সেই দুর্ভাগা লোকগুলো শহরের বখাটে ও ভবঘুরেদের তাঁর (সা.) এর পেছনে লেলিয়ে দিল। তারা চিৎকার করতে করতে মহানবী (সা.)-এর পিছু নিল এবং তাঁর ওপর পাথর ছুড়তে শুরু করল, যার ফলে তাঁর পবিত্র দেহ রক্তে সিক্ত হয়ে গেল। তায়েফ থেকে তিন মাইল দূরে মক্কার সর্দার উতবা বিন রাবিয়ার একটি বাগান ছিল। মহানবী (সা.) সেখানে আশ্রয় নিলেন এবং জালেম লোকগুলো ক্লান্ত হয়ে ফিরে গেল। উতবা তার একজন খিস্টান দাস 'আদাস'-এর মাধ্যমে তাঁর (সা.) নিকট এক থোকা আঙুর পাঠাল। মহানবী (সা.) আদাসকে তার নাম জিজ্ঞাসা করলেন এবং জানতে চাইলেন যে সে কোথা থেকে এসেছে? সে বলল, আমি নীনেভার অধিবাসী। মহানবী (সা.) বললেন, তুমি কি সেই নীনেভার বাসিন্দা, যেখানে ইউনুস বিন মাতা (আ.) নামক নবী এসেছিলেন? তিনি তো আমারই ভাই। এরপর মহানবী (সা.) কিছুক্ষণ সেই বাগানে বিশ্রাম নিলেন এবং তারপর সেখান থেকে রওয়ানা হলেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: মহানবী (সা.) তাওহীদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মক্কায় ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক-উভয় পদ্ধতিতেই তবলিগের দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি আরবের বাজারগুলোতে চলে যেতেন এবং সেখানে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র দিকে আসার আহ্বান জানাতেন। মক্কার বাইরে বিভিন্ন স্থানে মানুষ সমবেত হতো, যেগুলোকে 'আসওয়াকুল আরব' (আরবের বাজারসমূহ) বলা হতো। এর মধ্যে উকায, মাজান্নাহ এবং যুল-মাজায ছিল আরবের বিখ্যাত বাজার। হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সা.) হজ্জের দিনগুলোতে উকায ও মাজান্নাহর মেলাগুলোতে যেতেন এবং মানুষের ঘর ও তাঁবুতে গিয়ে দাওয়াত দিতেন। তিনি (সা.) বলতেন:

এমন কে আছে যে আমাকে আশ্রয় দেবে? কে আছে যে আমাকে সাহায্য করবে, যাতে আমি আমার রবের পয়গাম পৌঁছে দিতে পারি?

মক্কার কুরাইশরা একদিকে মহানবী (সা.)-কে ইসলাম প্রচার থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে থাকে, আর অন্যদিকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদের ওপর এমন অমানবিক নির্যাতন ও পাশবিকতার বাজার গরম করে তুলেছিল এবং এমন বর্বর আচরণ করেছিল যে, কলম দিয়ে তার বিস্তারিত বিবরণ লেখার শক্তি কারো নেই। হযরত বিলাল (রা.) যখন ঈমান আনলেন, তখন তাঁর মালিক তাঁকে ধরে মাটিতে শুইয়ে দিত এবং তাঁর ওপর উত্তপ্ত পাথরের টুকরো ও গরুর চামড়া চাপা দিয়ে বলত যে, তোমার রব হলো লাত ও ওযযা। কিন্তু তিনি (রা.) কেবল **'আহাদ, আহাদ'** (আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক) বলতেন। অবশেষে হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে সাত উকিয়া, অর্থাৎ ২৮০ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দিলেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন : মক্কার কুরাইশরা কেবল মুসলমানদের ওপরই জুলুম করত না, বরং খোদ রাসূল করীম (সা.)-এর পবিত্র সত্তাও কোনোভাবেই নিরাপদ ছিল না। সর্বাধিক কষ্ট, দুঃখ ও যাতনার মুখোমুখি মহানবী (সা.)-কেই হতে হয়েছিল। তাঁর নাম ছিল 'মুহাম্মদ' (প্রশংসিত)। কুরাইশরা এই নাম বিকৃত করে তাঁকে 'মুযাম্মাম' (নাউযুবিল্লাহ্, অর্থাৎ সর্বাধিক নিন্দিত ব্যক্তি) বলে ডাকত। নাউযুবিল্লাহ্! তাঁকে 'কাযযাব' (মিথ্যুক), প্রতারক, লোভী ও ধোঁকাবাজ বলা হতো। তাঁর ওপর পাথর নিক্ষেপ করা হতো এবং কখনো কখনো তাঁর ওপর নোংরা বস্তু ছুড়ে ফেলা হতো।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন:

"আমি সর্বদা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করি যে, এই যে আরবী নবী যাঁর নাম 'মুহাম্মদ' (তাঁর প্রতি হাজার হাজার দরুদ ও সালাম), তিনি কতই না উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর উচ্চ অবস্থান বা মোকামের সীমা কল্পনাও করা যায় না এবং তাঁর পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রভাব ও কার্যকারিতার সঠিক অনুমান করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আফসোস যে, তাঁর মর্যাদা যেভাবে সনাক্ত করা উচিত ছিল, সেভাবে সনাক্ত করা হয় নি। সেই তওহীদ যা দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তিনিই একমাত্র বীরপুরুষ, তা দুনিয়াতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি আল্লাহ্‌র প্রতি চরম ভালোবাসায় মগ্ন ছিলেন এবং এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মানুষের প্রতি ভালবাসায় জীবন অতিবাহিত করেছেন। এজন্যই খোদা, যিনি তাঁর (সা.) হৃদয়ের রহস্য জানতেন, তিনি তাঁকে সমস্ত নবী ও সমস্ত প্রথম ও শেষের ব্যক্তিগণের অর্থাৎ আউয়ালীন ও আখেরীনদের উপরে উন্নীত করেছেন। এবং তাঁর কাঙ্খিত সকল প্রত্যাশাই তাঁর জীবনে পূর্ণ করে দিয়েছেন। তিনি প্রত্যেক কৃপা ও কল্যাণের ঝরণার উৎস। যে ব্যক্তি তাঁর কৃপা ও কল্যাণসমূহ স্বীকার না করেই কোনও প্রকারে কোনও শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে সে মানুষ নয়, সে শয়তানের বংশধর। কেননা, প্রতিটি শ্রেষ্ঠত্বের চাবিকাঠি তাঁকেই দেওয়া হয়েছে। এবং প্রত্যেক মারেফাতের (জ্ঞান ও প্রজ্ঞার) ভাণ্ডার তাঁকেই দান করা হয়েছে। যে তাঁর মাধ্যমে না পায়, চির বঞ্চিত। আমি কী বস্তু, আমার আছেই বা কি! আমি নেয়ামত বা উত্তম পুরস্কারের অস্বীকারকারী হব, যদি না আমি একথা স্বীকার করি যে, প্রকৃত তওহীদ আমি ঐ নবীর মাধ্যমেই লাভ করেছি। জীবিত খোদার পরিচয় আমি পেয়েছি ঐ কামেল ও পূর্ণ নবীর মাধ্যমেই, তাঁরই আলোকের মধ্য দিয়ে। খোদার সাথে কথা বলার এবং সম্বোধিত হওয়ার, যার মাধ্যমে আমরা খোদার চেহারা দেখে থাকি-তার সৌভাগ্য লাভ করেছি ঐ মহান নবীরই মাধ্যমে।"

তিনি (আ.) বলেন: "ঐ হেদায়াতের সূর্যের রশ্মিমালা আমার উপরে প্রখর রৌদ্রের ন্যায় পতিত হয় এবং তার মধ্যে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, ততক্ষণ আমি আলোকিত হতে থাকি। যারা এই ভুল ধারণার ওপর অটল যে, যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর ওপর ঈমান না আনে কিংবা মুরতাদ হয়ে যায়, কিন্তু সে তাওহীদে অটল থাকে এবং আল্লাহ্‌কে একক ও শরীকবিহীন মনে করে, সেও মুক্তি (নাজাত) পেয়ে যাবে এবং ঈমান না আনা বা মুরতাদ হওয়ার কারণে তার কোনো ক্ষতি হবে না-তাদের জেনে রাখা উচিত যে, মুক্তি দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল: (১) পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আল্লাহ্‌তা'লার সত্তা ও একত্ববাদের ওপর ঈমান আনা। (২) দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি এমন এক গভীর ও পূর্ণ ভালোবাসা হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়া, যার প্রভাব ও আধিপত্যের ফলে আল্লাহ্‌র আনুগত্যই হয়ে ওঠে আত্মার প্রশান্তি। সেই ভালোবাসার অভাবে সে যেন বাঁচতেই পারবে না এবং সেই

ভালোবাসা অন্য সকল মহব্বতকে পদদলিত ও বিলীন করে দেবে। এটিই প্রকৃত তাওহীদ, যা আমাদের নেতাও প্রভু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুকরণ ব্যতীত অর্জন করা অসম্ভব। কেন অসম্ভব? এর উত্তর হলো, আল্লাহ্‌র সত্তা 'গায়েবুল গায়েব' (অদৃশ্য থেকে অদৃশ্যতর) এবং মানুষের বুদ্ধির অগম্য। মানুষের বুদ্ধি কেবল নিজেদের সীমাবদ্ধ শক্তি দিয়ে তাঁকে পুরোপুরি আবিষ্কার করতে পারে না এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কোনো যুক্তিই তাঁর অস্তিত্বের ওপর চূড়ান্ত প্রমাণ হতে পারে না। কারণ বুদ্ধির দৌড় কেবল এই পর্যন্ত যে, জগতের সৃষ্টিজগত দেখে সে স্রষ্টার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। কিন্তু প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা এক জিনিস, আর 'আইনুল ইয়াকিন' (প্রত্যক্ষ বিশ্বাস)-এর সেই স্তরে পৌঁছানো যে, যে স্রষ্টার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে তিনি বাস্তবে বিদ্যমান-এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। সুতরাং নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো, তাওহীদে ইয়াকিনি (নিশ্চিত তাওহীদ) কেবল নবীর মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে। অতএব, আমাদের উচিত মহানবী (সা.)-এর সাথে অকৃত্রিম প্রেম রাখা। এই যুগে আল্লাহ্‌তা'লা মহানবী (সা.)-এর একনিষ্ঠ সেবককে (হযরত মসীহ্ মাওউদ আ.) তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করেছেন এবং আমরা তাঁর হাতে বয়আত গ্রহণ করেছি। তাই আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত যেন আমরা এই বয়আতের হক আদায় করতে পারি। রমযানের দিনগুলোতে বিশেষ করে আমাদের দোয়া করা উচিত যেন তাওহীদ প্রতিষ্ঠার কাজে আমরা সবার চেয়ে এগিয়ে থাকি। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের যেন এর তৌফিক দান করেন। উম্মতে মুসলিমার জন্যও দোয়া করুন যেন তারাও প্রকৃত তাওহীদ বুঝতে পারে এবং তদনুসারে আমল করতে পারে।

পরিশেষে হুযূর আনোয়ার (আই.) নাইজেরিয়ার মুরব্বি সিলসিলাহ মোকাররম যিকরুল্লাহ্ তাইওয়ায়ুব সাহেবের স্মৃতিচারণ করেন এবং তাঁর গায়েবানা জানাযা নামাযের ঘোষণা প্রদান করেন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

নব প্রকাশিত বাংলা পুস্তক

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রচিত দুইটি অনন্যসাধারণ পুস্তকের বাংলা অনুবাদ নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছে। **ইসমাত এ আম্বিয়া (নবীগণের পবিত্রতা)** এবং **আল্ ইস্তিফতা (বিবেকের কাছে প্রশ্ন)**। পুস্তক দুইটি সংগ্রহ করতে সংশ্লিষ্ট দফতর অথবা জেলা ইনচার্জদের সাথে যোগাযোগ করুন। জযাকুমুল্লাহ।

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

13 March 2026

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in